জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫

মাননীয় অর্থমন্ত্রী এএইচ মাহমুদ আলি 6.75% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে 7,97,000 কোটি টাকার জাতীয় বাজেট 2024-25 উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য বাজেট অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে উৎসাহ প্রদান এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার রূপরেখা প্রদান করেছে।

এক নজরে জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫:

2024-25 অর্থবছরের বাজেটের আকার	:	৭,৯৭,০০০ কোটি টাকা	(জিডিপি'র ১৪.২%)
পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে ব্যয়	:	৫,৩২,০০০ কোটি টাকা	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয়	:	২,৬৫,০০০ কোটি টাকা	
2024-25 অর্থবছরের রাজস্ব আয় প্রাক্কলন	:	৫,৪১,০০০ কোটি টাকা	(জিডিপি'র ৯.৭%)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ	:	৪,৮০,০০০ কোটি টাকা	ভ্যাট হতে সংগ্রহঃ ১,৮২,৮০০ কোটি টাকা
			আয়কর হতে সংগ্রহঃ ১,৭৫,৬০০ কোটি টাকা
			আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য খাত হতে সংগ্রহঃ ১,২১,৬০০ কোটি টাকা
অন্যান্য উৎস হতে সংগ্রহ	:	৬১,০০০ কোটি টাকা	এনবিআর বহির্ভুত কর আয় ও কর ব্যতিত আয়ঃ ৬১,০০০ কোটি টাকা
2024-25 অর্থবছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ	:	২,৫৬,০০০ কোটি টাকা	(জিডিপি'র ৪.৬%)

অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঘাটতি পূরণ	:	১,৬০,৯০০ কোটি টাকা	ব্যাংক উৎস হতে ধারঃ ১,৩৭,৫০০ কোটি টাকা অ-ব্যাংকিং উৎস হতে ধারঃ ২৩,৪০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক উৎস হতে ঘাটতি পূরণ	:	৯৫,১০০ কোটি টাকা	বৈদেশিক উৎস হতে ধারঃ ৯০,৭০০ কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদানঃ ৪,৪০০ কোটি টাকা
জিডিপি গ্রোথ রেট (লক্ষ্যমাত্রা)	:	6.75%	
মূল্যস্ফীতির হার (টার্গেট)	:	6.50%	

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫ এ মূল্যস্ফীতি মোকাবেলার লক্ষ্যে মূল্যস্ফীতিকে 6.5%-এ নামিয়ে আনা এবং ব্যাংকিং খাত পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। খাতভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কৃষি খাতের বাজেট 15.5% কমেছে। উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু ভর্তুকি হ্রাস করা হয়েছে। বিদ্যুত ও জ্বালানি খাতে 7% বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষা খাতের জিডিপির 1.69% বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয় 9% বৃদ্ধি পেয়েছে। কর খাতের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে দেশের শীর্ষ আয়কারীদের জন্য সর্বোচ্চ করের হার 25% থেকে বাড়িয়ে 30% করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণে টাকার অবমূল্যায়ন হওয়ায় মুদ্রামানকে স্থিতিশীল রাখতে আমদানি বিধিনিষেধ এবং বাজার-ভিত্তিক বিনিময় হারের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সকলের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং কার্যকর কর রাজস্ব সংগ্রহসহ বিবিধ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বাজেটে সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বাজেটে মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে শক্তিসম্পদের দাম বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকিং খাতে প্রশাসনিক সমস্যা এবং টাকার অবমূল্যায়নকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী

ভারত, ইন্দোনেশিয়া,ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের কর-জিডিপি অনুপাত যথাক্রমে ১৬.৯৮, ১১.৫৯, ১৪.০৩ এবং ১৫.৫৭ শতাংশ বিধায় বাজেটের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ পূরণ করতে মধ্যমেয়াদি কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের বেশি হওয়া জরুরী মর্মে বাজেটে মতপ্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫ এর প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্মসূচিসমূহঃ

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত,সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশে রুপান্তরিত করতে নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলোকে জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫ এ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছেঃ

- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা;
- বিজ্ঞান শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবন সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা উন্নত ও সম্প্রসারিতকরণ;
- তরুণদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- সম্ভাব্য সকল সেবা ডিজিলাইজড করাসহ সর্বস্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার;
- ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন;
- সামুদ্রিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার;
- আর্থিক খাতের শৃংখলা নিশ্চিতকরণ;
- ২০৩১ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র নির্মূলকরণ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ সাধারণ দারিদ্রের হার তিন শতাংশে নামিয়ে আনা;
- শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জনকল্যাণমুখী, জবাবদিহিতামূলক, দক্ষ স্মার্ট প্রশাসন গড়ে তোলা;
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রাখা।

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫ এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরুপ:

এবারের প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী নিম্নোক্ত পণ্যের দাম বাড়তে ও কমতে পারে—

দাম বাড়বে: মোবাইলের এসএমএস-কলরেট, সিগারেট, এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর, কাজু বাদাম, আইসক্রিম, পানির ফিল্টার, এলইডি বাল্ব, গাড়ি কনভার্সন খরচ, ফার্নেস অয়েল, লুব অয়েল, মিনারেল লুব অয়েল ও বেজ অয়েল, ফিলিং স্টেশন স্থাপন, সিএনজি কনভার্সন কিট ও সিলিন্ডার, বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইকুইপমেন্ট, ইপিজেডের আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ সামগ্রী, কার্বনেটেড বেভারেজ, এমিউজমেন্ট পার্ক, থিম পার্ক ও পর্যটন।

দাম কমবে: চাল, ভোজ্যতেল, চিনি, গুঁড়ো দুধ, চকলেট, ল্যাপটপ, মোটরসাইকেল, ডেঙ্গুর চিকিৎসাসামগ্রী, আমদানিকৃত কিডনি ডায়ালাইসিস ফিল্টার ও সার্কিট, ক্যানসার চিকিৎসা সরঞ্জাম, কার্পেট, সুইচ-সকেট, ইলেকট্রিক মোটর, লোহা জাতীয় পণ্য (রড, বার ও এঙ্গেল), উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ ও মিথানল।

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ

আগামী অর্থবছরে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিচ্ছে সরকার। কালো টাকা থাকা নাগরিকরা তাদের আয়ের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়েই তাদের অঘোষিত সম্পদকে বৈধ করার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী, দেশের প্রচলিত আইন যা-ই থাকুক না কেন, কোনো করদাতা ফ্ল্যাট, জমির পাশাপাশি নগদ অর্থসহ স্থাবর সম্পত্তির জন্য ১৫ শতাংশ কর দিলে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের প্রশ্ন তুলতে পারবে না। এ ছাড়া, শেয়ার বাজারে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী কোনো প্রশ্ন ছাড়াই কালো টাকা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করা যাবে।

করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়েনি

করমুক্ত আয়কর সীমা সাড়ে ৩ লাখ টাকা বহাল রাখার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী, আয়ের প্রথম সাড়ে ৩ লাখ টাকার ওপর কোনো কর দিতে হবে না। পরবর্তী ১ লাখ টাকার ওপর ৫ শতাংশ, পরবর্তী ৩ লাখ টাকায় ১০ শতাংশ, পরবর্তী ৪ লাখ টাকায় ১৫ শতাংশ, পরবর্তী ৫ লাখ টাকার ওপর ২০ শতাংশ ও বাকি আয়ের ওপর ২৫ শতাংশ আয়কর দিতে হবে।

স্বাস্থ্যে বরাদ্দ বাড়ছে

প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ আট দশমিক এক শতাংশ বাড়িয়ে ৪১ হাজার ৪০৭ কোটি টাকা করার কথা বলা হয়েছে। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ৩৮ হাজার ৫১ কোটি টাকা।

বরাদ্দ কমল বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে

প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ প্রায় ১৫ শতাংশ কমিয়েছে সরকার। এবার এই খাতে ৩০ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ৩৪ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা।

মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে নামানোর লক্ষ্য

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রভিশনাল হিসাব বলছে, চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার এপ্রিল পর্যন্ত আট দশমিক চার শতাংশ ছিল।

যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ কমছে

প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ গতবারের চেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা কমেছে। বাজেটে সড়ক, রেল, নৌ ও

বিমান পরিবহন উন্নয়নে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮০ হাজার ৪৯৮ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৫ হাজার ১৯১ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ কমলো চার হাজার ৬৯৩ হাজার কোটি টাকা।

ব্যাংক থেকে ঋণ

প্রস্তাবিত আগামী অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক থেকে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের। ব্যাংকিং খাত ছাড়াও নন-ব্যাংকিং খাত থেকে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের। এর মধ্যে সঞ্চয়পত্র থেকে নেওয়া হবে ১৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও সরকার সঞ্চয়পত্র থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। পরে সংশোধিত বাজেটে দেখা গেছে, উল্টো এই খাতে সাত হাজার ৩১০ কোটি টাকা দিচ্ছে সরকার।

আইসিটি খাতে ক্যাশলেস শর্তে ৩ বছরের করছাড়

আইসিটি খাতে ক্যাশলেসের শর্তে ১৯ ধরনের ব্যবসায় তিন বছরের জন্য কর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করেছে সরকার। ব্যবসাগুলো হলো—এআই বেজড সল্যুশন, ব্লকচেইন বেজড সল্যুশন, রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং, সফটওয়্যার সেবা, সাইবার নিরাপত্তা সেবা, ডিজিটাল ডেটা বিশ্লেষণ ও ডেটা সায়েন্স, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন, সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব, ওয়েব লিস্টিং এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, আইটি সহায়তা এবং সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ, জিআইএস, ডিজিটাল অ্যানিমেশন, ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণ, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এবং ই-পাবলিকেশন, আইটি ফ্রিল্যান্সিং, কল সেন্টার এবং ডকুমেন্ট রূপান্তর, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং।

নিত্যপণ্যে উৎস কর অর্ধেক করার প্রস্তাব

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে নিত্যপণ্যের ওপর উৎস কর কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে চাল, গম, আলু, পেঁয়াজ, ভুট্টা, ভোজ্য তেল, লবণ এবং চিনির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের সরবরাহকারীরা ঋণপত্রের ওপর দুই শতাংশ উৎস কর দেন। এ হার আগামী অর্থবছর থেকে এক শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মোবাইলের যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা বাড়ানোর সুপারিশ

মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা আরও ২ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে সরকার।

নিম্নের স্মারণীতে 2024-25 ও 2025-26 অর্থবছরে কোম্পানির জন্য নিম্নরূপ করহার প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

বিবরণ	বিদ্যমান ২০২৩-২৪		প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬	
	কর হার	শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার	কর হার	* শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে কর রেয়াত পরবর্তী করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২০%	২২.৫%	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ বা ১০ শতাংশের কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২৫%	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	৩০%	২৭.৫%	২৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২৫%	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	৩৭.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	৪০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫ এর যে সকল পদক্ষেপ পুঁজিবাজারকে প্রভাবিত করতে পারেঃ

জাতীয় বাজেট 2024-25 এ প্রস্তাবিত নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ পুঁজিবাজারকে প্রভাবিত করতে পারেঃ

(১) রাজস্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে 50.00 লক্ষ টাকার বেশি ক্যাপিটাল গেইন এর ওপর কর আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এরুপ পদক্ষেপ উচ্চ সম্পদধারী ব্যাক্তিগণকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

(২) তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্পন্সর এবং পরিচালকদের জন্য শেয়ার হস্তান্তর হতে প্রাপ্ত মূলধনী আয়ের ওপর উৎসে কর 5.0% থেকে 10.0% পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এরুপ উদ্যোগে রাজস্ব বৃদ্ধি হলেও সামগ্রিক বিনিয়োগ কার্যকলাপ হ্রাস হতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে বাজারের তারল্য প্রভাবিত হতে পারে।

(৩) বাজেটে অপ্রকাশিত আয়কে বৈধ করার সুযোগ পুনর্বহাল করা হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট হারে এবং অন্যান্য সম্পদের জন্য 15% হারে কর প্রদান করে অপ্রকাশিত আয়কে বৈধ করা যাবে। এই উদ্যোগ অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি পুঁজিবাজারে তারল্য বৃদ্ধি করতে পারে।

(৪) অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির জন্য কর্পোরেট আয়কর 2.5% কমানো হয়েছে। এই উদ্যোগ ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নেওয়া হলেও এটি কোম্পানিগুলিকে স্টক মার্কেটে তালিকাভূক্ত হতে চাওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।